পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে

পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট বোম্বাই শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ঐ বোম্বাই শহরেই ১৯৩৬-এর ১৯শে সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

ভাতখণ্ডেজী অবস্থাপন্ন পরিবারের সন্তান। সুতরাং শিক্ষালাভে তাঁর কোনও অসুবিধা হয়নি। স্কুলের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সঙ্গীতের দিকেও আকৃষ্ট হন। ইতিমধ্যেই তিনি তাঁর মায়ের কাছ থেকে ভজন গান শিখেছিলেন। বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গীত চর্চাও চলতে থাকে এবং সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় তিনি কয়েকটি পুরস্কারও পান। এই সঙ্গে সাহিত্যেও তাঁর দক্ষতা প্রকাশ পায়।

কিশোর বয়সেই ভাতখণ্ডে বেনারসের সুপ্রসিদ্ধ সেতারী পান্নালাল বাজপেয়ীর শিষ্য বল্লভদাসজীর নিকট সেতার শিক্ষা করেন। তারপর বিখ্যাত বীণকার আলি হোসেনের শিষ্য গোপালজীর কাছেও সেতার শেখেন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে তিনি এফ. এ. পাশ করেন। তারপর বোম্বাইয়ের "গায়ন উত্তেজক মণ্ডলী" নামক সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের সভ্য হন। তখন রাওজী বুয়ার নিকট ধ্রুপদ গান শিক্ষা করেন। সেই সঙ্গে মহম্মদ হোসেন ও বিলায়েত হোসেনের নিকট খেয়াল শিক্ষা করেন। কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি সঙ্গীত এমন দক্ষতার পরিচয় দান করেন যে, "গায়ন উত্তেজক মণ্ডলীর" সঙ্গীত পরিচালনার ভার তাঁর ওপরে অর্পণ করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানে তিনি যাদের নির্বাচন করতেন, তাঁরাই ঐ মণ্ডলীর গান করবার সুযোগলাভ করতো।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পাশ করেন এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে এল. এল. বি. পাশ করেন। আইন ব্যবসায়েও তিনি দক্ষতার পরিচয় দেন এবং সম্মানলাভ করেন।

কিন্তু সঙ্গীতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ এত বেশী ছিল যে, আইন ব্যবসায়ে অধিক সময় ব্যয় না করে তিনি সঙ্গীতচর্চায় অধিক সময় ব্যয় করতেন।

ভাতখণ্ডেজী হিন্দী, গুজরাটি, তেলেগু ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষালাভ ক'রে এই সব ভাষায় রচিত সঙ্গীত পাঠ করতে শুরু করলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই কাজে ব্যাপৃত থাকেন। মধ্যে মধ্যে ঐ বিষয়ে বক্তৃতাও করতেন।

এরপর তিনি ভারতের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করে সঙ্গীত শিল্পীদের পরিচয় লাভ এবং সঙ্গীত সংগ্রহের চেষ্টা করেন। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করেন। ১৯০৭-এ তিনি কলিকাতা আসেন এবং রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁর সঙ্গে সঙ্গীত সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা হয়।

এ ছাড়া তিনি নাগপুর, হায়দরাবাদ ও কয়েকটি দেশীয় রাজ্য পরিভ্রমণ করেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি উত্তর ভারতের সঙ্গীত সংগ্রহের জন্য পর্যটন করেন। এই সময়ে এলাহাবাদ, বেনারস, গয়া, মথুরা, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, আগ্রা, জয়পুর, যোধপুর, উদয়পুর প্রভৃতি স্থানের ওস্তাদদের সংস্পর্শে আসেন। এঁদের কাছ থেকে তিনি সঙ্গীত সংগ্রহ করেন। জয়পুরের রাজদরবারের সাহায্যে তিনি মনোরঙ্গ-এর বংশধর প্রসিদ্ধ খেয়াল

গায়ক আসফ আলী এবং তাঁর পুত্র মহম্মদ আলীর কাছ থেকে খেয়াল গান সংগ্রহ করেন। শোনা যায়, এরা এঁদের ঘরের তিন শত খেয়াল গান ভাতখণ্ডেজীকে শুনিয়েছিলেন এবং এগুলি তিনি রেকর্ড করে নিয়েছিলেন। এইগুলি হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতির 'ক্রমিক পুস্তক মালিকাতে' প্রকাশিত হয়েছে।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃতভাষায় 'লক্ষণ-গীত" তথা "অভিনব রাগমঞ্জরী" নামক পুস্তক প্রকাশ করেন এবং হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের থিওরী লিপিবদ্ধ করেন। ইনি "চতুর পণ্ডিত"—এই ছদ্মনামে এই পুস্তক প্রকাশ করেন। এই বইতেই প্রথম ১০ ঠাট ও রাগের সময় সম্বন্ধে বর্ণনা লিপিবদ্ধ হয়।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রামাণ্য গ্রন্থ হিসেবে "লক্ষণ-গীত" প্রসিদ্ধিলাভ করেছে। এই বইতে অতি সহজ ভাষায় তিনি রাগগুলির নিয়ম উল্লেখ করেছেন এবং রাগগুলির নিয়ম উল্লেখপূর্বক রাগলক্ষণগুলি রাগ ও তালে নিবদ্ধ করে গীত রচনা করেছেন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দেই ভাতখণ্ডেজী লক্ষণ-গীতের বিস্তৃত ব্যাখ্যা গ্রন্থ হিসেবে মারাঠি ভাষায় হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতির প্রথমখণ্ড প্রকাশ করেন। এই সব প্রকাশের ফলে ভারতের চতুর্দিকে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যার আকবরপুরের জমিদার ঠাকুর নবাব আলী খাঁ লক্ষ্ণৌ-এ ভাতখণ্ডের সঙ্গে পরিচিত হন। তিনি ভাতখণ্ডেজীর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ লক্ষ্ণৌ-এর অধিবাসী ও রামপুর-এ ষ্টেটের ওস্তাদ নাজির খাঁকে ভাতখণ্ডেজীর নিকট সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। ঠাকুর সাহেব তাঁর রচিত উর্দু সঙ্গীত গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ঐসব লক্ষণ-গীত প্রকাশ করেছেন।

১৯৯৫ খৃষ্টাব্দে ভাতখণ্ডেজীর অনুরোধে বরোদার মহারাজ বরোদাতে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন আহ্বান করেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত পাঁচটি নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়। এর প্রত্যেকটিতে ভাতখণ্ডেজী নেতা ও উদ্যোক্তার স্থান গ্রহণ করেছেন। এই সব সম্মেলনে যোগদানকারী গুণী প্রতিযোগিতায় বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে তাঁর স্থান ছিল শীর্ষে। এই সব সম্মেলনের মধ্যে ১৯১৮-এর দিল্লী সম্মেলন, ১৯১৯-এর বেনারস সম্মেলন এবং ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের লক্ষ্ণৌ সম্মেলন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভাতখণ্ডেজীর অনুরোধে বরোদার মহারাজা বরোদাতে একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং তাঁরই অনুরোধে গোয়ালিয়রের মহারাজা মাধব রাও "মাধব সঙ্গীত বিদ্যালয়" স্থাপন করেন। এই দুটি বিদ্যালয়ই ভাতখণ্ডেজীর নির্দেশে পরিচালিত হতো। গোয়ালিয়রের প্রসিদ্ধ ওস্তাদ রাজা ভাইয়া পুছওয়ালা তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এছাড়া পণ্ডিত রতন জঙ্কার এবং আরো অনেক গুণী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন।

১৯২১ থেকে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তিনি হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতির 'ক্রমিক পুস্তক মালিকা' প্রকাশে প্রবৃত্ত হন। ছয়ভাগে প্রকাশিত এই ক্রমিকে তিনি ছয়শত ধ্রুপদ ও খেয়াল প্রকাশ করেন।

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ভাতখণ্ডেজীর বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁর চেষ্টায় কাশীতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীতের ক্লাস খোলা হয়।

শেষজীবনে ভাতখণ্ডেজী রামপুরের নবাব হামিদ আলী খাঁ, ঠাকুর নবাব আলি এবং নবাবের ভ্রাতা ছম্মন সাহেবের সঙ্গে সৌহার্দসূত্রে আবদ্ধ হন। নবাব বাহাদুরের দানের ফলে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ মরিস কলেজের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। এই কলেজের প্রথম অধ্যক্ষের পদগ্রহণ করেন ভাতখণ্ডেজী।

রামপুর-এ ষ্টেট থেকে ভাতখণ্ডেজী শুধু অর্থসাহায্যই পাননি, তিনি নবাবের গুরু উজীর খাঁ এবং ছম্মম সাহেবের কাছ থেকে বহু ধ্রুপদ শিক্ষা করেছিলেন।